সংবাদ বিবৃতি

ষড়যন্ত্র করে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাড়িঘর ভাংচুর ও গ্রেপ্তারের অভিযোগ

হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)-এর গভীর উদ্বেগ ও সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান

[২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, ঢাকা] কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ধর্মীয় অনুভূতি আঘাতের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁর বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর করা হয়েছে এবং তাঁর ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে উক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানাচ্ছে। একইসাথে ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষক ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জোর দাবি জানাচ্ছে।

গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায়, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, ভোরে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার গ্রামের বাড়ি থেকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে করা মামলায় কয়া চাইল্ড হ্যাভেন নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু সালেহকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে তার পরিবারের ভাষ্যমতে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাকে ফাঁসানো হয়েছে। এছাড়াও ২৪ ফেব্রুয়ারি ওই শিক্ষকের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে তার বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গ্রেপ্তারকৃত শিক্ষকের স্ত্রী স্থানীয় কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা নিলুফার ইয়াসমিন লিলিকে মহিলা জামায়াতের সদস্য হতে এবং ওই স্কুলে মহিলা জামায়াতের মাহফিল করতে একটি গোষ্ঠী চাপ দিচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। নিলুফার ইয়াসমিনের ভাষ্যমতে, তিনি এতে রাজি না হওয়ায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তার স্বামীর বিরুদ্ধে স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে মামলা দিয়ে তাকে শায়েস্তা করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ফোরাম মনে করে, এ ঘটনা শুধুমাত্র উক্ত শিক্ষক পরিবারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নয়, বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাম্প্রদায়িকতা বিকাশের ঘাঁটি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার এক বিশাল চক্রান্তের অংশ। একই সাথে এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাও নয় বলে ফোরাম মনে করছে।

বিগত বেশ কিছুদিন ধরে দেশের বিভিন্ন বিদ্যাপীঠের শিক্ষকদের সাথে প্রায় একই ধরনের হয়রানিমূলক আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শিক্ষকদেরকে আসামি করে মামলা রুজু হচ্ছে। প্রথমে মামলা রুজু না করে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে মামলা গ্রহণ করা হলে শিক্ষকদের হয়রানি কিছুটা হলেও হ্রাস পেতো। ফোরাম মনে করে, এসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিত না হওয়ায় এমন অনাকাঙ্খিত ও অগ্রহণযোগ্য ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটছে। যারা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের নামে উসকানি প্রদান করছেন, নানাভাবে হেনস্তা করছেন, এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিকাশের অপচেষ্টায় লিপ্ত-তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছেন, এমনকি বিভিন্নভাবে সুরক্ষা ও প্রশ্রয় পাচ্ছেন। একজন শিক্ষকের প্রতি এমন আচরণ যেমন অত্যন্ত দুঃখজনক ও অপ্রত্যাশিত, তেমনি দেশে ক্রমবর্ধমানহারে ধর্মান্ধতা সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের গভীরতর ষড়যন্ত্রের অশুভ দৃষ্টান্ত। ফোরাম সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও তার পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সুষ্ঠু তদন্ত ও যথাযথ আইন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জোর দাবি জানাচ্ছে।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK)
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: +88-02-810 0192, 810 0195, 810 0197 | HRFB Email: hrfb.20@gmail.com | Website: https://hrf-bd.org/
Experts:
Dr. Hameeda Hossain, Sultana Kamal and Raja Devasish Roy
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).